মাসনুন দুআ

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে
বাছাইকৃত দুআর সমাহার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

- দুআর কিছু শর্ত ১১
- দুআর আদবকেতা ১২
- দুআর সময় যা করা ঠিক নয় ১৩
- দুআ কবুলের সময় ১৪
- যাদের দুআ কবুল হয় ১৬
- ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ ১৭
- নিজের ও অপর ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ৩৯
- জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দুআ ৪০
- ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক পঠিত দুআ ৪২
- বিপদ ও দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকার দুআ ৪৩
- ধৈর্যধারণ করার দুআ ৫৬
- বিপদ থেকে মুক্তির পর দুআ ৫৭
- চিন্তামুক্ত ও বিষণ্ণতা থেকে বাচাঁর দুআ ৫৮
- নিরাপত্তার দুআ ৬১
- ঈমানের পথে অবিচল থাকার দুআ ৬৩
- ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তির ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তির দুআ ৬৬
- ইসলামের শত্রুদের পরাজিত করার দুআ ৬৯
- জালিমদের হাত থেকে মুক্তির দুআ ৭৬
- জালিমদের সঙ্গী হওয়া থেকে বেঁচে থাকার দুআ ৭৯
- মুত্তাকিদের সাথি হওয়ার দুআ ৮৩
- জাদুটোনা ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচার দুআ ৮৫
- সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দুআ ৯৪
- অপবাদ থেকে মুক্তির দুআ ৯৪
- ফিতনা থেকে বাঁচার দুআ ৯৫
- শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার দুআ ৯৮
- প্রবৃত্তির কামনা ও দরিদ্রতা থেকে বাঁচার দুআ ৯৯
- লোভ ও কুপ্রস্তাব সংবরণ করার দুআ ১০১
- অন্তর কলুষমুক্ত করার দুআ ১০৩

◈ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দুআ ১০৪
◈ জ্ঞান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দুআ ১০৫
◈ উত্তম রিজিকের জন্য দুআ ১১৩
◈ পিতা-মাতার জন্য দুআ ১১৫
◈ সন্তান চাওয়ার দুআ ১১৭
◈ সন্তান ও বংশধরদের জন্য দুআ ১১৯
◈ ফরজ নামাজের পর দুআ ১২৪
◈ দায়িত্বের বোঝা হালকা করার দুআ ১২৫
◈ আল্লাহর নির্ধারিত পুরস্কার পাওয়ার দুআ ১২৭
◈ আল্লাহর জন্য কোনো কিছু উৎসর্গ করার দুআ ১২৮
◈ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগের (ইস্তেখারার) দুআ ১৩৩
◈ রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের জন্য দুআ ১৩৮
◈ রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের পর দুআ ১৪০
◈ মজলিশে যে দুআ পড়তে হয় ১৪১
◈ খাওয়ার পরে দুআ ১৪২
◈ বৃষ্টি প্রার্থনার দুআসমূহ ১৪৫
◈ বৃষ্টির বর্ষণের সময় দুআ ১৪৭
◈ ঝড়-তুফানে যে দুআ পড়তে হয় ১৪৮
◈ আলস্য ও বার্ধক্যের কষ্ট থেকে বাঁচার দুআ ১৪৯
◈ রোগী দেখতে গিয়ে পঠিত দুআ ১৫০
◈ জানাজা নামাজে মৃত ব্যক্তির জন্য পঠিত দুআ ১৫২
◈ শোকাহত অবস্থায় পঠিত দুআ ১৫৪
◈ কবর জিয়ারতের দুআ ১৫৫
◈ সুন্দর সমাপ্তির দুআ ১৫৬
◈ সালাফদের দুআ ১৫৭
◈ পরীক্ষা ছাড়া পুরস্কারের দুআ ১৫৮

দুআর কিছু শর্ত

দুআ কবুলের জন্য কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে :

০১. দুআ কবুল করেন শুধু আল্লাহ

০২. শুধু আল্লাহর তরে দুআ

০৩. সঠিকভাবে ওসিলা

০৪. ধীরস্থিরতা

০৫. ভালো কিছুর প্রার্থনা

০৬. ভালো উদ্দেশ্য

০৭. মনোযোগী মন

০৮. হালাল রিজিক

০৯. নবির প্রতি দরুদ

১০. অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে দুআ

দুআর আদবকেতা

০১. আল্লাহর প্রশংসা এবং নবির প্রতি দরুদ পড়া

০২. আল্লাহর গুণবাচক নাম ধরে দুআ করা

০৩. দু-হাত তুলে দুআ করা

০৪. কাবার দিকে মুখ করে দুআ করা

০৫. দুআর আগে অজু করে নেওয়া

০৬. দুআয় চোখের পানি ফেলা

০৭. দুআয় ভালো কিছু চাওয়া

০৮. বিনয় ও ভয়ের সাথে দুআ করা

০৯. শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ করা
১০. নীরবে দুআ করা
১১. নিজের পাপ স্বীকার করা
১২. কাকুতিমিনতি করা
১৩. দুআ কবুলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হওয়া
১৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির জুতসই ব্যবহার
১৫. একই বিষয়ে তিনবার দুআ করা
১৬. সব মুসলিমের জন্য দুআ
১৭. দুআ শেষে আমিন বলা
১৮. সব সময় দুআর মধ্যে থাকা
১৯. প্রাণ খুলে চাওয়া

দুআর সময় যা করা ঠিক নয়

১. দুআয় নিষিদ্ধ জিনিস কামনা করা
২. কবুলের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া
৩. শুধু দুনিয়াবি দুআ করা
৪. আল্লাহর নাম ও বিশেষত্বকে ভুলভাবে ব্যবহার করা
৫. নিজের ও পরিবারের বিরুদ্ধে দুআ করা
৬. কাউকে অভিশাপ দেওয়া
৭. আল্লাহর কাছে কমঅল্প করে চাওয়া
৮. মৃত্যু কামনা করে দুআ করা
৯. দুআ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা
১০. ‘শুধু এইটা দিন, আর কিছু চাইব না’—এমন বলা
১১. আল্লাহকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দুআ করা
১২. শয়তানি বা হয়রানির উদ্দেশ্যে দুআ করা
১৩. বিলাপ করে কান্নাকাটি করা

দুআ কবুলের সময়

০১. রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগ
০২. আজানের সময়

০৩.	আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়
০৪.	সালাতের সময়
০৫.	সিজদার সময়
০৬.	সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময়
০৭.	সালাত শেষ হওয়ার আগে
০৮.	সালাত শেষে দুআ
০৯.	লড়াইয়ের ময়দানে
১০.	শুক্রবারে সূর্যাস্তের সময়
১১.	রাতে ঘুম ভাঙলে
১২.	অজু করার পর
১৩.	জমজমের পানি পানের আগে
১৪.	রমজান মাস
১৫.	কদরের রাত
১৬.	কাবার ভেতর
১৭.	সাফা-মারওয়া পাহাড়
১৮.	জামারাতে পাথর ছোড়ার পর
১৯.	আরাফাতের দিন
২০.	জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিন
২১.	রোগী দেখার সময়
২২.	মৃত্যুর সময়
২৩.	বৃষ্টির সময়
২৪.	জোহরের পূর্বমুহূর্ত
২৫.	মোরগ যখন ডাকে
২৬.	সংকটময় পরিস্থিতিতে
২৭.	যেকোনো বিপদের সময়

যাদের দুআ কবুল হয়

০১.	নিপীড়িত মানুষের দুআ
০২.	বিপদে পতিত ব্যক্তির দুআ

০৩. সফরকারীর দুআ
০৪. সন্তানের জন্য বাবার-মায়ের দুআ
০৫. বাবা-মায়ের জন্য সন্তানের দুআ
০৬. সিয়াম পালনকারীর দুআ
০৭. কুরআন তিলাওয়াতকারীর দুআ
০৮. হজ ও উমরাকারীর দুআ
০৯. জিহাদরত ব্যক্তির দুআ
১০. আল্লাহকে সদা স্মরণকারীর দুআ
১১. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ
১২. কারও অনুপস্থিতিতে দুআ

ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ

দুআ-১

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় -জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন। দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' সূরা আ'রাফ : ২৩

আমাদের আদি পিতা আদম (আ.)। তিনি আদি মানব। তাঁকে সৃষ্টির পর জান্নাতে থাকতে দেওয়া হয়। তাঁর জন্য একটি নির্দিষ্ট জান্নাতি বৃক্ষের ফল নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি সেই বৃক্ষের ফল খেয়ে ভুল করে বসেন। ভুল বুঝতে পেরে তীব্র অনুশোচনায় আত্মদগ্ধ হতে থাকেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ শিখিয়ে দেন। এতে আদম ও হাওয়া (আ.) ক্ষমাপ্রার্থনা করে বারবার আল্লাহর কাছে এই দুআ করতে থাকেন।

পৃথিবীতে আদম (আ.)-এর এটাই ছিল প্রথম ইবাদত। তখনও নামাজ পড়ার বিধান দেওয়া হয়নি। হজ, জাকাত ও রোজার বিধান প্রবর্তিত হয়নি। এ দুআর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন। পুনরায় তাঁদের স্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি চিরসত্য।

দুআ-২

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا وَاَنۡتَ خَيۡرُ الرّٰحِمِيۡنَ-

> ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ সূরা মুমিনুন : ১০৯

পূর্বেকার যুগে একদল মুমিন বান্দা ছিল। কাফির, মুশরিক ও ইসলামবিদ্বেষীরা যখন তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, তখন তারা ধৈর্যধারণ করত। সবর করত। আর আল্লাহর কাছে এই দুআ করত।

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এ দুআ কবুল করেছেন। তাঁদের ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। কুরআনে উল্লেখ করে এই দুআটি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে ইসলামবিদ্বেষীদের ঠাট্টার জবাবে এমন দুআ করে আমরা নিজেদেরকে জান্নাতের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারি।

দুআ-৩

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

> ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করুন।’ সূরা আলে ইমরান : ১৬

সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, একনিষ্ঠ, দানশীল ও রাতের শেষ ভাগে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীরা হলো আল্লাহর প্রিয়জন, প্রিয় বান্দা। প্রিয় বান্দার দুআ আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না; কবুল করেন।

প্রিয় বান্দারা কীভাবে দুআ করে তা আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা উদ্ধৃত করেছেন। যাতে আমরা তাঁর প্রিয় বান্দা হতে সচেষ্ট হই। তাঁর প্রিয় বান্দাদের মতো আমরা এই দুআ করি।